ত্রয়োদশ অধ্যায়

দারিদ্র্য বিমোচন

সরকারের উপর্যুপরি ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশ বিগত কয়েক দশকে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। কেবল দারিদ্র্য হার হ্রাস নয়, এর তীব্রতা এবং গভীরতাও ক্রমান্বয়ে কমছে। সরকারি, বেসরকারি বহুবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে ১৯৯১ সালে যেখানে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৪.৩ শতাংশে। ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশে কমিয়ে আনার প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক নিরাপত্তা খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। প্রতি বছর এ খাতের পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দের সঠিক বাস্তবায়নের জন্যে বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণীত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৫৪,২০৫.৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর দারিদ্র্য ও ক্ষুধা লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কাজ শুরু করেছে । ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হার ৯.৭ শতাংশে এবং অপুষ্টির হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)সহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ব্যাংক এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ (এনজিও) কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ও ২টি বিশেষায়িত ব্যাংক ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৩২,৯০৩.২০ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়ে এই ৬টি ব্যাংক ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৩৬,২১৪.৫১ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগসহ আরো কিছু মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কর্মকাণ্ড চলমান আছে।

দারিদ্র্যের মাত্রা ও বাংলাদেশের অবস্থান

দারিদ্র্য হার হ্রাস রাষ্ট্র ও সমাজের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম নির্দেশক। সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রম, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং নানাবিধ সামাজিক উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াসে বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

২০০৫ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০ শতাংশ , মাত্র এক দশকের ব্যবধানে ২০১৬ সালে তা হ্রাস পেয়ে ২৪.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও এখনো মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। জনসংখ্যার বিরাট এই অংশকে দারিদ্র্যভুক্ত রেখে কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। তাই, এখনো দেশের সকল ধরনের নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কৌশল পত্রে দারিদ্র্য বিমোচনকে অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। দারিদ্র্য হ্রাসের ফলে বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশ বেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০১৬ সালের বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচকে (HDI) বাংলাদেশ আগের বছরের তুলনায় তিন ধাপ এগিয়েছে। 'Human Development Report-2016' অনুযায়ী বিশ্বের ১৮৭টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম। প্রতিবেদন অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ১০২টি দেশের মধ্যে Multi-Dimensional Poverty Index (MPI) এ বাংলাদেশের মান ২০১৬ সালে ০.১৮৮ এ উন্নীত হয়েছে, যা ২০০৭ সালে ছিল ০.২৩৭।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিমাপ

১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রথম খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey-HES) পরিচালিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত আরো কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। খাদ্য শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake-FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (Direct Calory Intake-DCI) পদ্ধতিকে ভিত্তি ধরে এসব জরিপ পরিচালনা করা হয়। দৈনিক জনপ্রতি ২,১২২ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র্য (Absolute Poverty) এবং ১,৮০৫ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র্য (Hard Core Poverty) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে প্রথমবারের মতো মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। নতুন করে এই জরিপের নামকরণ করা হয় খানা আয়-ব্যয় জরিপ (Household Income and Expenditure Survey-

HIES)। ২০০০, ২০০৫ ও ২০১০ সালে পরিচালিত জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্য পরিমাপে খাদ্যবহির্ভূত (Non Food) ভোগ্যপণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০১৬ সালে সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালনা করা হয়। এ জরিপের ভিত্তিতেই দারিদ্র্যের গতিধারা তথা বাংলাদেশের দারিদ্র্য চিত্র বর্ণনা করা হলো।

দারিদ্র্যের গতিধারা

উচ্চ দারিদ্র্য রেখার হিসেব অনুযায়ী ২০১০-২০১৬ মেয়াদে জাতীয় পর্যায়ে আয় দারিদ্র্যের হার কমেছে ৭.২ শতাংশ (৩১.৫ শতাংশ থেকে ২৪.৩ শতাংশ)। এ সময়ে প্রতি বছরে গড়ে ৪.২৩ শতাংশ যৌগিক হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। তবে পূর্বের ন্যায় পল্লী অঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাসের হার ছিল বেশি (শহরাঞ্চল ৪.৬৮ শতাংশ, পল্লী অঞ্চল ১.৯৭ শতাংশ)। অন্যদিকে, আগের পাঁচ বছরে (২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে) আয় দারিদ্র্য কমেছে ৮.৫ শতাংশ (৪০.০ শতাংশ থেকে ৩১.৫ শতাংশ)। এ সময়ে দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক যৌগিক হার ছিল ৪.৬৭ শতাংশ। জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, সময়ের সাথে দেশে দারিদ্র্য ক্রমশ হ্রাস পেলেও দারিদ্র্য বিমোচনের হার ২০০৫-২০১০ সময়ের তুলনায় ২০১০-২০১৬ মেয়াদে কিছুটা কমেছে। ২০১০-২০১৬ মেয়াদে শহরাঞ্চলে পল্লী এলাকার তুলনায় দারিদ্র্যের গভীরতা ও তীব্রতা অধিক হারে হ্রাস পেয়েছে।

'খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১৬' অনুযায়ী উচ্চ দারিদ্র্য রেখার হিসেবে দেশের ৩৬টি জেলা জাতীয় দারিদ্র্যসীমার উপরে অবস্থান করছে। পক্ষান্তরে, নিম্ন দারিদ্র্য রেখার হিসেব অনুসারে ৩১টি জেলা জাতীয় দারিদ্র্যসীমার উপরে অবস্থান করছে।

সারণি ১৩.১: আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা

	২০১৬	২০১০	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০১০-২০১৬)	২০০৫	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০৫-২০১০)
মাথা-গণনা সূচক					
জাতীয়	২৪.৩	৩১.৫	-৪.২৩	৪০.০	-৪.৬৭
শহর	১৮.৯	২১.৩	-৪.৬৮	২৮.৪	-৫.৫৯
পল্লী	২৬.৪	৩৫.২	-১.৯৭	৪৩.৮	-৪.২৮
দারিদ্র্য ব্যবধান					
জাতীয়	৫.০	৬.৫	-৬.৩০	১২.৮	-৬.৩
শহর	৩.৯	৪.৩	-৭.৯৩	৯.১	-৭.৯৩
পল্লী	৫.৪	৭.৪	-৫.৪৬	১৩.৭	-৫.৪৬
দারিদ্র্য ব্যবধানের বর্গ					
জাতীয়	১.৫	২.০	-৭.১৬	৪.৬	-৮.৮১
শহর	১.২	১.৩	-৯.১৫	৩.৩	-৮.৬৪
পল্লী	১.৭	২.২	-৬.৬৩	৪.৯	-৮.৭৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬

মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয়

সারণি ১৩.২ এ ১৯৯৫-৯৬ থেকে সাল ২০১৬ সাল পর্যন্ত পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপের আলোকে খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগব্যয় এর তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.২: মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় পরিস্থিতি

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় (টাকা)		
২০১৬	জাতীয়	১৫৯৪৫	১৫৭১৫	১৫৪২০
	পল্লী	১৩৩৫৩	১৪১৫৬	১৩৬৬৮
	শহর	২২৫৬৫	১৯৬৯৭	১৯৩৮৩
২০১০	জাতীয়	১১৪৮০	১১২০০	১১০০৩
	পল্লী	৯৬৪৮	৯৬১২	৯৪৩৬
	শহর	১৬৪৭৭	১৫৫৩১	১৫২৭৬
২০০৫	জাতীয়	৭২০৩	৬১৩৪	৫৯৬৪
	পল্লী	৬০৯৬	৫৩১৯	৫১৬৫
	শহর	১০৪৬৩	৮৫৩৩	৮৩১৫

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় (টাকা)		
২০০০	জাতীয়	৫৮৪২	৪৮৮৬	৪৫৪২
	পল্লী	৪৮১৬	৪২৫৭	৩৮৭৯
	শহর	৯৮৭৮	৭৩৬০	৭১৪৯
১৯৯৫-৯৬	জাতীয়	৪৩৬৬	৪০৯০	৪০২৬
	পল্লী	৩৬৫৮	৩৪৭৩	৩৪২৬
	শহর	৭৯৭৩	৭২৭৪	৭০৮৪

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬ ।

সারণি ১৩.২ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয় তিনটি অনুষঙ্গাই সময়ের সাথে বাড়ছে।
- ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে যেখানে মাসিক নামিক আয় ছিল ৪,৩৬৬ টাকা, ২০১৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৫,৯৪৫ টাকা। বৃদ্ধির পরিমাণ ২৬৫ শতাংশ। আয়ের পাশাপাশি ব্যয় ও ভোগব্যয়ের পরিমাণও বাড়ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ছিল ৪,০৯০ টাকা। দুই দশকের ব্যবধানে ২৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১৫,৭১৫ টাকায়।
- অন্যদিকে, ২০১০ সালে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জাতীয় পর্যায়ে ছিল ১১,০০৩ টাকা; ২০১৬ সালের জরিপে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫,৪২০ টাকা।
- সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত আয়ের চেয়ে ব্যয় ও ভোগব্যয় বৃদ্ধির হার তুলনামূলক বেশি।

জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন এবং জিনি অনুপাত

২০১৬ এবং ২০১০ সালে পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টনের শতকরা হার এবং জিনি অনুপাত সারণি ১৩.৩ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.৩: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০১৬			২০১০		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.২৩	০.২৫	০.২৭	০.৭৮	০.৮৮	০.৭৬
ডিসাইল-১	১.০১	১.০৬	১.১৬	২.০০	২.২৩	১.৯৮
ডিসাইল -২	২.৮৩	৩.০০	২.৯৯	৩.২২	৩.৫৩	৩.০৯
ডিসাইল -৩	৪.০৪	৪.৩৩	৪.১৮	৪.১০	৪.৪৯	৩.৯৫
ডিসাইল -৪	৫.১৩	৫.৪৭	৪.৯৯	৫.০০	৫.৪৩	৫.০১
ডিসাইল -৫	৬.২৩	৬.৬৩	৫.৯১	৬.০১	৬.৪৩	৬.৩১
ডিসাইল -৬	৭.৫১	৭.৯৫	৭.১৭	৭.৩২	৭.৬৫	৭.৬৪
ডিসাইল -৭	৯.১২	৯.৪৪	৮.৩৫	৯.০৬	৯.৩১	৯.৩০
ডিসাইল -৮	১১.১৩	১১.৭৮	১০.৪৯	১১.৫০	১১.৫০	১১.৮৭
ডিসাইল -৯	১৪.৮৪	১৫.৪৯	১৩.৩১	১৫.৯৪	১৫.৫৪	১৬.০৮
ডিসাইল -১০	৩৮.১৬	৩৪.৮৪	৪১.৪৪	৩৫.৮৪	৩৩.৮৯	৩৪.৭৭
সর্বোচ্চ ৫%	২৭.৮৯	২৪.২৫	৩২.১২	২৪.৬১	২২.৯৩	২৩.৩৯
জিনি অনুপাত	০.৪৮৩	০.৪৫৪	০.৪৯৮	০.৪৫৮	০.৪৩০	০.৪৫২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬।

সারণি ১৩.৩ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে আয় বণ্টন অংশে বিভিন্ন ডিসাইলভুক্ত পরিবারে হ্রাস-বৃদ্ধি দুটিই হয়েছে। 'খানা-আয় ব্যয় জরিপ, ২০১৬' অনুয়ায়ী ডিসাইল ১-৫ ভুক্ত পরিবারগুলোর আয় সম্মিলিতভাবে জাতীয় আয়ের ১৯.২৪ শতাংশ, যদিও এই ৫টি ডিসাইলভুক্ত পরিবার দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাকে প্রতিনিধিত্ব করছে। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী এই ৫টি ডিসাইলভুক্ত পরিবারে আয় ছিল জাতীয় আয়ের ২০.৩৩ শতাংশ। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নিচের ৫টি ডিসাইলভুক্ত পরিবারের আয় ৬ বছরের ব্যবধানে বাড়েনি বরং কিঞ্চিত কমেছে।

- সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয়ও ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে কিছুটা কমেছে। ২০১০ সালে এই আয়ের পরিমাণ ছিল ০.৭৮ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা হ্রাস পেয়ে ০.২৩ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ পরিবারের আয় প্রায় ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি, জিনি অনুপাত ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে যা সমাজে বিদ্যমান ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য আরো কিছুটা বাড়িয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ব্যয় বন্টন (শতাংশ)

সারণি ১৩.৪ এ জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ব্যয় বণ্টন তুলে ধরা হলো:

সারণি ১৩.৪: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ভোগ ব্যয় বণ্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০১৬			২০১০		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
ডিসাইল-১	৩.৭	৪.০০	৩.৪৪	৩.৮৫	৪.৩৬	৩.৪০
ডিসাইল -২	৪.৯৪	৫.২৮	৪.৭৫	৫.০০	৫.৫৭	৪.৬৬
ডিসাইল -৩	৫.৮০	৬.১৪	৫.৬৭	৫.৮৪	৬.৪১	৫.৫৪
ডিসাইল -৪	৬.৬৪	৬.৯৬	৬.৫৫	৬.৬৩	৭.২২	৬.৪২
ডিসাইল -৫	৭.৫১	৭.৮১	৭.৫১	৭.৪৮	৮.০৩	৭.৩৭
ডিসাইল -৬	৮.৫৪	৮.৭৯	৮.৬০	৮.৪৮	৮.৯৭	৮.৪৮
ডিসাইল -৭	৯.৮৪	৯.৯৪	১০.০৭	৯.৭৩	১০.০১	১০.০১
ডিসাইল -৮	১১.৫৯	১১.৫৮	১১.৯১	১১.৪৯	১১.৬৩	১২.০৩
ডিসাইল -৯	১৪.৬১	১৪.১৫	১৫.২৬	১৪.৫৯	১৪.০৭	১৫.০৬
ডিসাইল -১০	২৬.৮৩	২৫.৩৫	২৬.২৩	২৬.৯০	২৩.৬৩	২৭.০৩
জিনি অনুপাত	০.৩২৪	০.৩০০	০.৩৩০	০.৩২১	০.২৭৫	০.৩৩৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬।

সারণি ১৩.৪ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে,

- ডিসাইল-১, ২, ৩ ও ১০ ভুক্ত পরিবারের ভোগ ব্যয় ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে কিছুটা কমেছে। অন্যান্য ডিসাইলভুক্ত পরিবারের ভোগ ব্যয় ২০১০ সালের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে। হ্রাস-বৃদ্ধির এই পরিমাণ অতি সামান্য।

- একই সময়ে জিনি অনুপাত সামান্য বেড়েছে (২০১০ সালে ছিল ০.৩২১ শতাংশ, ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ০.৩২৪ শতাংশ)

- শহরাঞ্চলে জিনি অনুপাত কিছুটা কমেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ভোগ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য শহরাঞ্চলে সামান্য হ্রাস পেয়েছে। পক্ষান্তরে, গ্রামাঞ্চলে জিনি অনুপাত কিছুটা বেড়েছে যা প্রমাণ করে পল্লী এলাকায় ভোগ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য আগের চেয়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিভাগভিত্তিক দারিদ্র্যের হার

মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতিতে দেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগের দারিদ্র্য হার সারণি ১৩.৫ এ তুলে ধরা হলো:

সারণি ১৩.৫: বিভাগীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য হার

বিভাগের নাম	২০১৬			২০১০		
	উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী					
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
খুলনা	২৭.৫	২৭.৩	২৮.৩	৩২.১	৩১.০	৩৫.৮
চট্টগ্রাম	১৮.৪	১৯.৪	১৫.৯	২৬.২	৩১.০	১১.৮
ঢাকা	১৬.০	১৯.২	১২.৫	৩০.৫	৩৮.৮	১৮.০
বরিশাল	২৬.৫	২৫.৭	৩০.৪	৩৯.৪	৩৯.২	৩৯.৯
ময়মনসিংহ	৩২.৮	৩২.৯	৩২	-	-	-
রাজশাহী	২৮.৯	৩০.৬	২২.৫	২৯.৮	৩০.০	২৯.০
রংপুর	৪৭.২	৪৮.২	৪১.৫	৪২.৩	৪৪.৫	২৭.৯
সিলেট	১৬.২	১৫.৬	১৯.৫	২৮.১	৩০.৫	১৫.০

বিভাগের নাম	২০১৬			২০১০		
	উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী					
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
	নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী					
খুলনা	১২.৪	১৩.১	১০.০	১৫.৪	১৫.২	১৬.৪
চট্টগ্রাম	৮.৭	৯.৬	৬.৫	১৩.১	১৬.২	৪.০
ঢাকা	৭.২	১০.৭	৩.৩	১৫.৬	২৩.৫	৩.৮
বরিশাল	১৪.৫	১৪.৯	১২.২	২৬.৭	২৭.৩	২৪.২
ময়মনসিংহ	১৭.৬	১৮.৩	১৩.৮	-	-	-
রাজশাহী	১৪.২	১৫.২	১০.৭	২১.৬	২২.৭	১৫.৬
রংপুর	৩০.৫	৩১.৩	২৬.৩	২৭.৭	২৯.৪	১৭.২
সিলেট	১১.৫	১১.৮	৯.৫	২০.৭	২৩.৫	৫.৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬।

সারণি ১৩.৫ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে,

- ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে দেশের অন্য ৭টি বিভাগের দারিদ্র্য হার কমলেও রংপুর বিভাগে দারিদ্র্য হার ২.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রংপুরের শহরাঞ্চল ও গ্রামীণ জনপদ উভয় স্থানে দারিদ্র্য হার বেড়েছে।
- ঢাকা বিভাগে দারিদ্র্য হার সবচেয়ে কম, অন্যদিকে রংপুর বিভাগে এ হার সর্বোচ্চ।
- এছাড়া, অন্যান্য বিভাগের তুলনায় ঢাকা বিভাগে দারিদ্র্য হ্রাসের হারও সবচেয়ে বেশি **(৪৭.৫৪%)**।
- খুলনা, বরিশাল ও সিলেটে পল্লী অঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য হার বেশি।
- চট্টগ্রাম ও সিলেটে শহরাঞ্চলের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ২০১০ সালের চেয়ে ২০১৬ সালে অবনতি হয়েছে।

দারিদ্র্য পরিস্থিতির বর্তমান চিত্র

২০১৬ সালে সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ২৪.৩ শতাংশ। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সালের মধ্যে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুয়ায়ী দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশ এবং নিম্ন দারিদ্র্যের রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র্য হার ৮.৯ শতাংশে নামিয়ে আনার হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা

সারণি ১৩.৬ এ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী উচ্চ এবং নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র্য নিরসনের প্রক্ষেপণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১৩.৬ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রক্ষেপিত দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
মধ্যম দারিদ্র্য হ্রাসকরণ						
দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩
দারিদ্র্যের উচ্চ সীমারেখা	২৪.৮	২৩.৫	২২.৩	২১.০	১৯.৮	১৮.৬
চরম দারিদ্র্য হ্রাসকরণ						
দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা	-১.১৯	-১.১৯	-১.১৯	-১.১৯	-১.১৯	১.১৯
দারিদ্র্যের নিম্ন সীমারেখা	১২.৯	১২.১	১১.২	১০.৪	৯.৭	৮.৯

উৎসঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ,পরিকল্পনা কমিশন।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও বাংলাদেশ

জাতিসংঘ ২০১৬-২০৩০ সাল মেয়াদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (এসডিজি) ঘোষণা করেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকর করার প্রত্যয়ে ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য (Goals) ও ১৬৯টি লক্ষ্য (Targets) এবং ২৪১টি সূচক (Indicators) নিয়ে এসডিজি ঘোষিত হয়েছে। বাংলাদেশে এসডিজি'র কার্যক্রম সঠিকভাবে তদারকির নেতৃত্বে একজন মুখ্য সমন্বয়ক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমে সাচিবিক দায়িত্ব পালন করছে।

এসডিজির ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য এবং এর অন্তগত ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সমন্বয় করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Target) প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এ নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায় যে, ৪০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরাসরি Lead Ministry/Division হিসেবে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের সাথে জড়িত। ৩৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ Co-Lead Ministry/Division হিসেবে এবং ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সহযোগী হিসেবে কাজ করবে। যথাযথভাবে এসডিজি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে সঠিক তথ্য প্রাপ্তির জন্য 'Data Gap Analysis for Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective' প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তা প্রাক্কলনের জন্য `SDG Financing Strategy: Bangladesh Perspective' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য একটি জাতীয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো (National Monitoring and Evaluation Framework of SDG's: Bangladesh Perspective) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামাঞ্জস্য রেখে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক পরিকল্পনা (Action Plan to Implement SDGs through FYPs) প্রনয়ণ করা হচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা

হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতিকে ভিত্তি ধরে বাংলাদেশ সরকার এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। চলমান ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৫৪,২০৫.৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৩.৫৪ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৪৪ শতাংশ। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ ছাড়াও বেশ কিছু কার্যক্রম সরকার পরিচালনা করছে। এদের মধ্যে 'একটি বাড়ি একটি খামার', 'আশ্রয়ণ', 'গৃহায়ন', 'আদর্শ গ্রাম', 'গুচ্ছ গ্রাম', 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও, বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা প্রদানের মাধ্যমে সরকার দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কাজ করছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা এবং সেই সঞ্চয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে একটি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে ২০১৮ সালের মধ্যে পেনশন ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। এছাড়া, ২০২১ সালে সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি জাতীয় পেনশন ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে নীতি ও কৌশল নির্ধারণপূর্বক একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (National Social Security Strategy) প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহকে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতির ভিত্তিতে পাঁচটি গুচ্ছে বিন্যস্ত করা হয়েছে। মূল গুচ্ছভিত্তিক কর্মসূচিগুলো হলো: ক. শিশুদের জন্য কর্মসূচি, খ. কর্ম উপযোগী নাগরিকদের জন্য কর্মসূচি, গ. বয়স্কদের জন্য পেনশন ব্যবস্থা, ঘ. প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি এবং ঙ. ক্ষুদ্র ও বিশেষ কর্মসূচি। প্রতিটি গুচ্ছের সমন্বয়কের দায়িত্বে থাকবে একটি Lead Ministry। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব কর্মসূচিগুলোর নকশা প্রণয়ন ও তা কার্যকর করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে। গুচ্ছের বিষয়বস্তুর সাথে বলিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে এমন একটি মন্ত্রণালয়ই ঐ গুচ্ছ সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবে। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের তদারকির জন্য একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি ও প্রসার বিবেচনায় নিয়ে এর ব্যয় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে অর্থাৎ ২০২০ সালে জিডিপি'র ৩ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বয়স্ক, দুঃস্থ মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা হিসেবে নগদ প্রদান ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- বয়স্ক ভাতা খাতে ২,১০০ কোটি টাকা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ৭৫৯ কোটি টাকা এবং মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ৩,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) এর কাছে ন্যস্ত ক্ষুদ্রঋণ ও বিনিয়োগ তহবিলসমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ খাতে চলতি অর্থবছরে মোট ৫১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা

হয়েছে। এর মধ্যে পিকেএসএফ এর আর্থিক পরিসেবা কর্মসূচি বাবদ ৯০ কোটি টাকা, এসডিএফ এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাবদ ৪২৫ কোটি টাকা এবং মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান ক্ষুদ্রঋণ বাবদ ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

- পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্রঋণ তহবিলসমূহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

উপরি-উক্ত উদ্যোগসহ আরো কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ সারণি ১৩.৭ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.৭ সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত

(কোটি টাকায়)

কার্যক্রম	২০১৬-১৭*	২০১৭-১৮**
নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা), সামাজিক ক্ষমতায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম	১৯৫৯৪.১৬	৩০৮৫৪.৬৪
খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহঃ সামাজিক নিরাপত্তা	১০২৯৯.৮৯	১১৫৮৫.৩৬
ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, সামাজিক ক্ষমতায়ন	৪৪১.০০	৫১৯.০০
বিভিন্ন তহবিল, সামাজিক ক্ষমতায়ন	১৭২.১৭	১৮০.১৫
বিভিন্ন তহবিল ও কার্যক্রম, সামাজিক নিরাপত্তা	৮৫৭.৭৯	১১০০.৬১
চলমান উন্নয়ন প্রকল্প	৯৪৭৪.৭১	৯৮১২.৯৫
নতুন উন্নয়ন প্রকল্প	১৭.২৬	১৫৩.১৮
মোট	৪০৮৫৬.৮১	৫৪২০৫.৮৯

উৎসঃ অর্থ বিভাগ। * সংশোধিত বাজেট ** মূল বাজেট।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় খাদ্য সহায়তা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, খোলা বাজারে পণ্য বিক্রিসহ নানাবিধ কর্মসূচির পাশাপাশি সরকার নগদ অর্থ সহায়তাও প্রদান করে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা), সামাজিক ক্ষমতায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম বাবদ ৩০,৮৫৪.৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিঃ দেশের মোট জনসংখ্যার বড় একটি অংশ বয়স্ক তথা শ্রম বাজারের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এদের অনেকেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট। অবহেলিত বয়স্ক এসব জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে সরকার বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম চালু করে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ৩৫ লক্ষ বয়স্ক লোককে জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রমঃ ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর থেকে দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিত মহিলা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিধবাদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে মোট ১২.৬৫ লক্ষ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এ খাতে মোট ৭৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা প্রদান করা হয়।

দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতাঃ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রথমবারেরমত মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান চালু করা হয়। এর আওতায় মূলত পল্লী এলাকার দরিদ্র মায়েদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের ভাতা প্রদানের পাশপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ খাতে ৩৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা করে ৬ লক্ষ দরিদ্র মায়েদের এ ভাতা প্রদান করা হবে।

কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিলঃ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। শহরাঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও তাদের গর্ভস্থ সন্তান বা নবজাত শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তার উদ্দেশ্যে এই ভাতা প্রদান করা হয়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও চট্টগ্রাম গার্মেন্টস এলাকায় অবস্থিত কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মা, ৬৪ জেলা সদরস্থ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা এবং ৩২৪টি উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভাকে এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। একজন মাকে মাসে ৫০০ টাকা মোট ২৪ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৭-১৮

অর্থবছরে মোট ২ লক্ষ কর্মজীবী দরিদ্র মাকে এ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাঃ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধারা মাসিক ১০ হাজার টাকা করে সম্মানী পাচ্ছেন। এছাড়া, একই হারে বছরে দুটি উৎসব ভাতাও দেয়া হচ্ছে। খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে বীরশ্রেষ্ঠদের ৩৫ হাজার টাকা, বীর উত্তমদের ২৫ হাজার টাকা, বীর বিক্রমদের ২০ হাজার টাকা এবং বীর প্রতিকদের ১৫ হাজার টাকা করে মাসিক সম্মানী প্রদান করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মুক্তিযোদ্ধার সম্মানী ভাতা বাবদ ৩,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতাঃ মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিবারবর্গ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণেও সরকার কাজ করছে। শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতার জন্যে পৃথক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতা ২৫৯.৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিঃ মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষিতদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ৩৭.৫০ কোটি টাকা এ কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩.৭২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১৬.৮৪ কোটি টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা ও শিক্ষাঃ অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারের হয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জনপ্রতি মাসিক ৭০০ টাকা হারে এই ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে এ বাবদ মোট ৬৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছর হতে শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৮০ হাজার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ জন্যে, মোট ৫৪.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের জন্যও বিশেষ মঞ্জুরি প্রদান করা হচ্ছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় ২২.৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র (ওয়ান স্টপ সার্ভিস): দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রথমবারের মত প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। এ খাতে চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ও সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ বছর মোট ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার জন প্রতিবন্ধীকে সহায়তার লক্ষ্যে ৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

অটিজমঃ 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩' এর আওতায় একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১০.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ট্রাস্টের মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুদের সুযোগ-সুবিধা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার চালু করা হয়। চালু হওয়ার পর থেকে এ কেন্দ্র থেকে অটিস্টিক শিশু/ব্যক্তিকে বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

এতিম শিশুদের খোরাকী ভাতাঃ সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে বসবাসরত এতিম শিশুদের ভরণ-পোষণ দায়িত্ব নিয়েছে সরকার। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এসব প্রতিষ্ঠানে নিবাসী শিশুদের খোরাকী ভাতা হিসেবে ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টঃ সরকারি এতিমখানার পাশাপাশি বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত এতিমখানায় বসবাসরত এতিম শিশুদের কল্যাণে সরকার সহায়তা করে আসছে। ক্যাপিটেশন গ্রান্টস হিসেবে এ অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে ৯৮ হাজার এতিম শিশুর জন্য ৮৬.৪০ কোটি টাকা ক্যাপিটেশন গ্রান্টস হিসেবে বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। কতিপয় অপরিহার্য পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়কে সমাজের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসতে প্রাথমিকভাবে ৭টি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এ কার্যক্রম চালু করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ৬৪টি জেলায় এ কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ কার্যক্রমের আওতায় ২৫ হাজার জনকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ খাতে ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমঃ পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অবহেলিত হিজড়া সম্প্রদায়কে সমাজের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসতে সরকার কাজ করছে। হিজড়াদের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রথমবারের মত ৭টি জেলায় এ কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে সকল জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭ হাজার হিজড়াকে সহায়তার লক্ষ্যে ১১.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি

ওএমএস কর্মসূচিঃ নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ভর্তুকির মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ১.১৩ কোটি দরিদ্র মানুষকে ওএমএস কর্মসূচির আওতাভুক্ত রাখা হয়েছে এবং ৭৮০.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

কাজের বিনিময় টাকা (কাবিটা) কর্মসূচিঃ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের লক্ষ্যে কাজের বিনিময় টাকা (কাবিটা) কর্মসূচিটি চালু করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কাবিটার জন্যে চলতি অর্থবছরে ১,৪৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ভিজিডিঃ এ কর্মসূচির জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১,১৯১.৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। চলতি অর্থবছরে তা বৃদ্ধি করে ১,৪০৭.৬৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে দেশব্যাপী ৩.৬০ লক্ষ মেঃটন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

ভিজিএফঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষদের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি পরিবারকে মাসিক ২০-৪০ কেজি করে চাল ২-৫ মাস পর্যন্ত প্রদান করা হয়। এছাড়া, মা ইলিশ ও জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেরাও ভিজিএফ সহায়তা পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দরিদ্র জনগণও ভিজিএফ সহায়তা পান। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে ৪.২ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্যের অনুকূলে ১,৬৪২.২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

জিআরঃ দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে জিআর (চাল) সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিআর হিসেবে ১.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ রাখা হয়। টাকার হিসেবে এ বরাদ্দের মূল্যমান ৪৮৮.৭৬ কোটি টাকা।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিঃ বছরের কর্মহীন সময়ে অতি দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন এবং যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। মূলত কর্মহীন ও আপদকালীন সময়ে আতি দরিদ্র মানুষের জীবিকা নির্বাহের বিকল্প হিসেবে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে এটি চালু হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় বছরের দুটি কর্মহীন সময়ে দুবারে ৪০ দিন করে মোট ৮০ দিন অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৮.২৭ লক্ষ জন অতি দরিদ্রকে সহায়তার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে এ খাতে ১,৬৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে নানা ধরনের ভাতা ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির পাশাপাশি সরকার বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে মোট ৮৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৬টি নতুন এবং ৭৭টি চলমান প্রকল্প। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৯,৯৬৬.১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত কয়েকটি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

আশ্রয়ণ-২ (দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প

ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। ১৯৯৭-২০০২ সাল পর্যন্ত ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭,২১০টি পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া, ২০০২-২০১০ মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্পের অধীনে ৬০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৮,৭০৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প ও আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এর সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় ২০১০- ২০১৯ (২য় সংশোধিত) মেয়াদে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় মোট ২.৫ লক্ষ গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ৬৫,৯৩১টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পরিবারগুলোকে প্রশিক্ষিত করা হয়। প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় অর্থনীতির মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এটি একটি সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প।

গৃহায়ন তহবিল

গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের বাসস্থান নিশ্চিতকরণ তথা দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে গৃহায়ন তহবিল গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহায়ন তহবিলের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত এনজিওসমূহকে এবং এনজিওগুলো ১০ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে উপকারভোগীদের ঋণ প্রদান করে থাকে। শুরুতে এনজিও পর্যায়ে সুদের হার ২ শতাংশ এবং গ্রাহক পর্যায়ে এ হার ৬ শতাংশ ছিল। বর্তমানে উভয় ক্ষেত্রেই সুদের হার ০.৫০ শতাংশ কমানো হয়েছে। ৬১৬টি এনজিও ৬৪টি জেলার ৪০৪টি উপজেলায় গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ২৭৪.৮৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৭২,৯২৩টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এবং মোট ৩,৬৪,৬১৫ জন দরিদ্র মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম ছাড়াও দেশের হতদরিদ্র মহিলা শ্রমিকদের আবাসনের জন্য গৃহায়ন তহবিল কাজ করছে। এ তহবিলের অর্থায়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সাভারের আশুলিয়ায় একটি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ কাজ করছে।

উল্লিখিত কার্যক্রম ব্যতীত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পরিচালিত 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচিতে গৃহায়ন তহবিল থেকে ২ কোটি টাকা মঞ্জুরি প্রদান করেছে। শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে চট্টগ্রামের কালুরঘাট ও নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানায় দুটি শ্রমিক হোস্টেল নির্মাণে গৃহায়ন তহবিল ২৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। এছাড়া, মোংলা ইপিজেডে শ্রমিক হোস্টেল নির্মাণে অর্থায়নে সম্মতি প্রদান করেছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র , টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও 'জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি ২০০১' এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী একটি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কয়েকটি প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

একটি বাড়ি একটি খামার

'একটি বাড়ি একটি খামার' একটি স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন মডেল। প্রতিটি বাড়িকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভূমিহীন অর্থাৎ শূন্য থেকে ৫০ শতক জমির মালিক, চরাঞ্চল/অনগ্রসর এলাকায় এক একর জমির মালিক, সর্বোপরি দরিদ্র বলে সর্বজনস্বীকৃত মানুষই এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১ 'সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান' এবং অভীষ্ট-২ 'ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার' অর্জনের অংশ হিসেবে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের সকল জেলার সব ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো নিজস্ব স্থায়ী পুঁজি সৃষ্টি ও তার স্থায়ী ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করা। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত দেশের ৭০,১৪৭টি সমিতি গঠন করা হয়েছে। এসব সমিতির মাধ্যমে মোট ৩৩ লক্ষ পরিবারের ১.৬৭ কোটি দরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন। প্রকল্পের অধীনে প্রতি গ্রামে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, মৎস্য ও সব্জি চাষ এবং নার্সারির ন্যায় জীবিকায়ন খামার গড়ে উঠেছে। প্রকল্পের অধীনে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় ৩৬ লক্ষ খামার গড়ে উঠেছে।

প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২০ সালের মধ্যে এক কোটি পরিবার তথা পাঁচ কোটি মানুষ স্থায়ীভাবে দারিদ্র্যমুক্ত হবে। প্রকল্পটি ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের আওতায় গঠিত গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও তার স্থায়ী তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্যে সরকার পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধিভুক্ত কয়েকটি সংস্থা, ফাউন্ডেশনের দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক কার্যক্রম নিচে আলোচনা করা হলোঃ

সমবায় অধিদপ্তর

কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ১,৭৬,৪৪২টি নিবন্ধিত সমবায় সমিতি রয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় পর্যায়ের সমিতি ২২টি, কেন্দ্রীয় সমিতি ১,১৮৪টি এবং প্রাথমিক সমিতি ১,৭৫,২৩৬টি। এ সকল সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১২,২৮২.৯১ কোটি টাকা। সমবায় সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে বীমা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে সারা দেশে এর অধীনে ৮০৩টি সমিতি রয়েছে। এর মধ্যে ৯টি জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি, ১২০টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এবং ৬৭৪টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি। বর্তমানে এ সমিতির শেয়ার মূলধন ৬৩.৭৭ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ১.৮১ কোটি টাকা। বাংলাদেশে সমবায় কর্মকাণ্ডকে ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে 'উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনমান উন্নয়ন এবং দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গংগাচড়া উপজেলার ডেইরী সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিআরডিবি এ পর্যন্ত পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকাণ্ডমূলক ১১৭টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডভিত্তিক এডিপিভুক্ত ৪টি প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিআরডিবির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো হচ্ছে ক) অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩; খ) উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি; গ) দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প; ঘ) পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়; এছাড়া, বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, ঋণ কার্যক্রমসহ বেশ কিছু কর্মসূচি চলমান আছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বিআরডিবি মোট ১৪,৮৪৯.৩৪ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করেছে। বর্ণিত সময় পর্যন্ত ১৩,৪৪০.৮৯ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৯৭ শতাংশ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

বার্ড পল্লী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও উন্নয়ন কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানসহ গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করছে। ২০০১ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত সংস্থাটি ৮৭,৫৮৩ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, যাদের প্রায় ৩৬ শতাংশই নারী। বর্তমানে বার্ড জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পরিবার পরিকল্পনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় মহিলা উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নসহ নানা বিষয়ে গবেষণা করছে। সংস্থাটি ২০০১ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ১৫৯টি গবেষণা পরিচালনা করেছে। বার্ড বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্রঋণ, নারী শিক্ষা, পুষ্টি উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ে ৬টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

১৯৭৪ সালে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একাডেমির মূল কাজ হলো প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা। এখানকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন। একাডেমির শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৫,৩১,৪২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আরডিএ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত 'পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-রুরাল ডেভেলপমেন্ট' কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। আরডিএ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৪৫৪টি গবেষণা ও ৪০টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে ৩২টি গবেষণা এবং ৮টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সুইস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এসডিসি) ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে আরডিএ মার্কেট ফর চর (M4C) প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর ফলে চরাঞ্চলের ১০টি জেলায় উন্নত বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৬০ হাজার পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আরডিএ'র আওতাধীন M4C এবং চর জীবিকায়ন প্রকল্প (CLP) এর সফল বাস্তবায়ন উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। সংস্থাটি দেশের

নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ইতোমধ্যে ১১২টি গ্রামে কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করেছে। একাডেমির সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ১১৪.৪২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়ে ১০৬.১৭ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পিডিবিএফ গঠিত হয়। দেশের ৫২টি জেলার ৩৫৯টি উপজেলায় পিডিবিএফের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, এর উপকারভোগী ৯৭ শতাংশই মহিলা। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত পিডিবিএফ ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ হিসেবে ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৯,৩৫০.০৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করেছে। এর ফলে প্রায় ১১ লক্ষ গ্রামীণ জনগণের বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে ।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

১৯৯৪ সালে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন পরিবারের বিশেষত মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনই এ ফাউন্ডেশনের প্রধান লক্ষ্য। ২০০৭ সাল থেকে ফাউন্ডেশন ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ৩৬টি জেলার ১৭৩টি উপজেলায় ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে ৪,৮৫৭টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ১,৬৯,২০১ জনকে সদস্যভুক্ত করা হয়েছে। সদস্যদের মাঝে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে মোট ৬৬৭.২২ কোটি টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে মোট ৪৪৫.২৯ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। এছাড়া, সদস্যরা ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে ৫৪.৪১ কোটি টাকা 'নিজস্ব পুঁজি' গঠন করেছেন।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০১২ সালে এর নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)'। একাডেমিটির প্রধান কার্যাবলী হলো প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান। এখানকার আরেকটি প্রধান কাজ হচ্ছে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন। এছাড়া ,ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি এবং বিত্তহীন ও বেকার জনগোষ্ঠীর দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠানটি প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৩০,৯৪৬ জন সুফলভোগী এবং সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বেকারদের কর্মসংস্থানে কর্মসংস্থান ব্যাংকের কার্যক্রম

দেশের বেকার জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুব সম্প্রদায়কে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে ১৯৯৮ সালে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই ব্যাংকটি উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে যুব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করতে ঋণ প্রদান করে আসছে। বর্তমানে সারা দেশে ২৪২টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের কয়েকটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

ব্যাংকের নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ৪,৭১,০০২ জন উদ্যোক্তার মধ্যে মোট ৩,৯৯১.৪৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত ৩,৫৯৪.৬০ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা অবসরপ্রাপ্ত/ কর্মচ্যুত শ্রমিক কর্মচারীদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা (শিকাশ্র)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীদের পুনরায় আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসূচিটির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ১৯,৩৫৫ জন শ্রমিক/কর্মচারীকে ১০৭.৩০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে ৯০.৯২ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি (কৃভিশি)

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ৬৬.৬৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে কৃষিভিত্তিক শিল্পে নিয়োজিত ২,৩২৩ জন উদ্যোক্তা সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে কর্মসংস্থান ব্যাংক মৎস্য ও প্রাণি সম্পদখাতে ঋণ দান কর্মসূচি শুরু করে। তাছাড়া, একই অর্থবছর থেকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়নপূর্বক দুগ্ধ উৎপাদন

বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম কর্মসূচিটি চালু হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত এ দুটি কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ১৪,৬৯৭ জন ঋণ গ্রহিতার মাঝে ১৭৯.৭০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট তথ্য সারণি ১৩.৮ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১৩.৮: কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের তথ্য

(কোটি টাকা)

	কর্মসূচির নাম	বিতরণ	আদায়যোগ্য	আদায়কৃত	আদায়ের হার (%) হার	সুবিধাভোগী	কর্মসংস্থান সৃষ্টি
১	**নিজস্ব কর্মসূচি**	৩৯৯১.৪৮	৩৮০০.৬৪	৩৫৯৪.৬০	৯৫	৪৭১০০২	১৭০০৩১৭
২	**বিশেষ কর্মসূচিঃ**						
	ক) শিকাশ্র ঋণ কর্মসূচি	**১০৭.৩০**	**১০৫.১৩**	**৯৫.৮৯**	**৯১**	**১৯৩৫৫**	**৬৯৮৭১**
	খ) কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ঋণ কমসহায়তা	**৬৬.৬৫**	**৭৭.১৯**	**৭৪.৩৪**	**৯৬**	**২৩২৩**	**৮৩৮৬**
	গ) বিবি ঋণ কর্মসূচি	**১৭৯.৭০**	**১১৭.০৬**	**১১৪.১৩**	**৯৭**	**১৪৬৯৭**	**৫৩০৫৬**
	সর্বমোট	**৪৩৪৫.১৩**	**৪১০০.০২**	**৩৮৭৮.৯৬**	**৯৫**	**৫০৭৩৭৭**	**১৮৩১৬৩০**

উৎসঃ কর্মসংস্থান ব্যাংক।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে। দেশব্যাপী ২৭৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফ এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের সদস্যদের প্রায় ৯১ শতাংশই মহিলা। চলতি অর্থবছরে পিকেএসএফ বিভিন্নখাতে মোট ৩,৩১৭ কোটি টাকা আর্থিক পরিসেবার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের অনুকূলে মোট ১,৬৩০.২১ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। একই সময়ে সহযোগী সংস্থাগুলো সদস্য পর্যায়ে মোট ২১,৬৯৫.৬৬ ঋণ বিতরণ করেছে।

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ মোট ২৯,৩৮৫.২১ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করেছে। বর্ণিত সময়ে সহযোগী সংস্থাগুলোর সদস্য পর্যায়ে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ২,৮৩,০০৯.৯৮ কোটি টাকা। সারণি ১৩.৯ ও ১৩.১০ এ পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে আর্থিক পরিসেবা কার্যক্রমের তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৩.৯: পিকেএসএফ এর আর্থিক পরিসেবা কার্যক্রম পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	অর্থবছর								ক্রমপুঞ্জিভূত (ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত)
	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮ (ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত)	
ঋণ বিতরণ	১৯৩১.২৮	২৩২০.০০	২৪৫০.৬১	২৭০৪.৫০	২৮২৩.৬৮	২৯৮৫.১৫	৩১১৩.৬৪	১৬৩০.২১	২৯৩৮৫.২১
ঋণ আদায়	১৮৯৪.২৬	২১৩৭.৭২	২৩১৬.৬৬	২৫১৯.০২	২৫৭৮.৭৪	২৭১২.৯৮	২৮৮১.৯৮	১৫০১.৯৬	২৪৮০৫.০৭
আদায়ের হার (%)	৯৮.৬৩	৯৮.৫০	৯৮.৩৪	৯৮.৮৫	৯৯.০৮	৯৯.২৪	৯৯.২৯	৯৯.৩০	৯৯.৩০
সহযোগী সংস্থা	২৬৮	২৭১	২৭২	২৭৩	২৭৪	২৭৫	২৭৭	২৭৭	২৭৭
ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	৮২২৮৫৩৩	৬৬৫১৩১০	৭৮৬৫৮২২	৮১৩১২৬৯	৮৫৪৭২১৪	৯৩৮৮৯৫৩	৯৯৬৭৪৭৭	১০২০৯৬৮১	১০২০৯৬৮১
মহিলা	৭৫২৭৫৪৬	৬০৮৮২৬০	৭১৬৭৫৩৩	৭৪১৭২৪৯	৭৭৯৮১২৩	৮৫৮৭৫২৮	৯১৫৫২৫১	৯৩৯১১৩৫	৯৩৯১১৩৫
পুরুষ	৭০০৯৮৭	৫৬৩০৫০	৬৯৮২৮৯	৭১৪০২০	৭৪৯০৯১	৮০১৪২৫	৮১২২২৬	৮১৮৫৪৬	৮১৮৫৪৬

উৎসঃ পিকেএসএফ

সারণি ১৩.১০: পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে আর্থিক পরিসেবা কার্যক্রম পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	অর্থ-বছর ২০১৬-১৭		অর্থ-বছর ২০১৭-১৮ (ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত)		৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ঋণস্থিতি	
	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়		
পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে	৩১১৩.৬৪	২৮৮১.৯৮	১৬৩০.২১	১৫০১.৯৬	সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে	৪৫৮০.১৪
সহযোগী সংস্থা – আর্থিক পরিসেবা গ্রহিতা সদস্য পর্যায়ে	৩৬১১৩.৯২	৩১২৯৫.২২	২১৬৯৫.২২	১৯৫৯৯.৮১	আর্থিক পরিষেবা গ্রহিতা পর্যায়ে	২৩১৭৯.৮৭

উৎসঃ পিকেএসএফ

পিকেএসএফ আর্থিক পরিসেবা কার্যক্রম ছাড়াও সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচন তথা মানুষের জীবনমান উন্নয়নেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে।

তৃণমুল পর্যায়ে দরিদ্র পরিবারের সামগ্রিক দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি' নামক একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দেশের ৬৪টি জেলার ১৬৪টি উপজেলার ২০০টি ইউনিয়নে কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। দরিদ্র মানুষদের স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণে পিকেএসএফ কাজ করছে। ৪৩টি জেলার ২৩৮টি উপজেলায় এ কার্যক্রম চলছে। জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৯৫ হাজার স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট স্থাপন করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মোকাবেলায় সহায়তার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দুর্যোগ মেকাবেলা ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ভুক্তভোগীদের অগ্রিম শ্রম ও সম্পদ বিক্রি থেকে রক্ষা করতে দ্রুত আর্থিক সুবিধা দিতেই এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে করে উপকূল এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী নানা ধরনের দুর্যোগ ও দুর্যোগ পরবর্তী দুরবস্থা মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন করতে পারছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার লক্ষ্যে পিকেএসএফ পরিবেশ ও জলবায়ু পরির্তন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব ইউনিটের মাধ্যমে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত নানা কার্যক্রম করা হচ্ছে।

দেশের জনসংখ্যার বড় একটা অংশ প্রবীণ। বয়সের কারণে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলা এ জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণে পিকেএসএফ 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে। দেশের ৩৭টি জেলার ৭৮টি ইউনিয়নের ১.০৫ লক্ষ প্রবীণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

'কৃষি ইউনিট' এবং 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট' নামক দুটি ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত ইউনিট দুটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদভিত্তিক আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া, কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং উৎপাদিত পণ্য ও উপজাত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করতে ইউনিট দুটি কাজ করছে।

দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং দেশে- বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাস্তবায়িত 'স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট এনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি)' প্রকল্পে বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে পিকেএসএফ। প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় পিকেএসএফ দরিদ্র অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। অতি দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এছাড়া, দারিদ্র্য বিমোচনের বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া উন্নয়নেও পিকেএসএফ কাজ করছে।

মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ

গ্রামীণ দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। জাতীয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করছে। দেশের মোট ১০৮টি উপজেলায় জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা থেকে ১৫,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও, জাতীয় মহিলা সংস্থার অধীনে (ক্ষুদ্রঋণ তহবিল ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল হতে) ৬৪টি জেলা এবং ২৮টি সদর উপজেলা শাখার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। ঋণের পরিমাণ জনপ্রতি ৫,০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং

বাংলাদেশে কর্মরত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতা আনয়ন এবং এসব প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ২০০৬ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

পরিচালনার জন্যে এমআরএ অনুমতি প্রদান করে। দেশে কর্মরত সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির অন্যতম প্রধান কাজ। এ কাজকে আধুনিকায়ন করতে ক্ষুদ্রঋণের ন্যাশনাল ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ৭৯৪টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ দেয়া হয়েছে এবং নানা অনিয়মের অভিযোগে ৮৯টি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া, আরো ১৫১টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সাময়িক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত এসব প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি পরিমাণ ৬১৮.০১ বিলিয়ন টাকা এবং সঞ্চয়স্থিতি ২৪৪.৭১ বিলিয়ন টাকা।

বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করছে। মূলত দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ উন্নয়নে এনজিওগুলো কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত দেশের শীর্ষ স্থানীয় ৬টি এনজিও ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ৩,৭৫,২২৪.৬৫ টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে এবং একই সময়ে ৩,৩৫,৭৯০.৩২ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। নিচে প্রধান ৬টি এনজিও'র সার্বিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

ব্র্যাক

বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিও ব্র্যাক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখছে। এটি দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণ দানকারী সংস্থা। ব্র্যাক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণদান কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ব্র্যাক মোট ১,৬৯,৭১৯ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। এর ফলে ৬৪,৮৩,৪৮৬ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয়েছেন, যাদের ৮৭ শতাংশই মহিলা।

আশা

১৯৭৮ সালে আশা প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৯২ সালে বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। আশার স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭৮ লক্ষ উপকারভোগীর মাঝে ২৯,৮৩১.৭২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত আশা ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে ১,৫৭,৬৮২.৫৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

কারিতাস

দেশের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের উন্নয়ন শিক্ষার পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে কারিতাস নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে দেশের ২৬টি জেলার ৬২টি উপজেলায় কারিতাসের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ২,৫৮,৯৩৭ জন উপকারভোগীর মাঝে কারিতাস মোট ৩,২৫১.৭৪ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

বুরো বাংলাদেশ

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত বুরো বাংলাদেশ দেশের ৬৪টি জেলার ৪৪১টি উপজেলায় দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৬,১৮০.৫৩ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

এসএসএস

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস) কাজ করছে। দেশের ৩১টি জেলার ১৮৬টি উপজেলায় সংস্থাটি কাজ করছে। এসএসএস ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৬,১৬,৫৮৫ জন উপকারভোগীর মাঝে ১৪,৪০৯.২২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। সুবিধাভোগীদের ৯৭ শতাংশই মহিলা।

শক্তি ফাউন্ডেশন

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা, বগুড়া ও অন্যান্য বড় শহরের বস্তিতে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের ঋণ সুবিধা প্রদানে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাটির মূল কার্যক্রম। এছাড়া, দরিদ্র মহিলাদের স্বাস্থ্য সেবাসহ নানা ধরনের সমাজ উন্নয়নে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৬,৯২৮.৪৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। একই সময়ে ৬,২৭৮.৫৯ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। সংস্থাটির সেবা গ্রহিতার ৯৭ শতাংশই মহিলা।

এছাড়াও, অন্যান্য এনজিওসমূহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রধান ৬টি এনজিও'র ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সারণি ১৩.১১ তে উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১১ঃ প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান

(কোটি টাকায়)

সংস্থার নাম	২০১০ ক্রমপুঞ্জিত	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	ক্রমপুঞ্জিত ডিসে২০১ :৭
ব্র্যাক									
বিতরণ	৫০৪৪৬.৬২	৮৬২৬.৭৮	১০৪২২.২০	১২১১৪.৮৯	১৫১৯০.৪৯	১৯২৯৮.২৮	২৪৩০২৭৮.	২৯৩১৭.১৩	১৬৯৭১৯.১৭
আদায়	৪৬০৮২.৫৮	৭৭২৭.২৬	৯৬৮৯.৭৪	১০৯৬৬.১২	১৩২৮১.৭২	১৭১১৩৪.৮১	২১৫৬৩৬৬.	২৬৪৮৬.৮৫	১৫২৯৩২.৭৫
সুবিধাভোগী	-	৬৭৭০৩৩৮	৫৮৩৫৮৬১	৫৬৪০৬৮৪	৫৫১০৯০৫	৫৩৭৭৯৫১	৫৯৫৭৯৫৪	৬৪৮৩৪৮৬	৬৪৮৩৪৮৬
মহিলা	-	৬৩০২৯৪৬	৫৩৮০২৬৫	৫০৭৪১৮১	৪৮৭৬৪৪৫	৪৬৭১০০৪	৫১৮৮২০৬	৫৬৩৩১২১	৫৬৩৩১২১
পুরুষ	-	৪৬৭৩৯২	৪৫৫৫৯৬	৫৬৬৫০৩	৬৩৪৪৬০	৭০৬৯৪৭	৭৬৯৭৪৫	৮৫০৩৬৫	৮৫০৩৬৫
আশা									
বিতরণ	৪১০১১.২৭	৮৬৭০.২২	৯৫৬৮.৭১	১০৭৩৯.১৫	১১৬০৫.৬	১৭৬৮৩.২৬	১৬৯৭২৯৯.	২৯৮৩১.৭২	১৫৭৬৮২৫৬.
আদায়	৩৭২৫৬.৫৮	৭৬৮৩.৫	৯২২১.৫৯	৯৬৭৮.৯২	১০৪২৬.৯১	১২৭৯৩.৩২	১২৮৩৩২৬.	২৭০৩৬.৪১	১৪১১৪৩৩৩.
সুবিধাভোগী	-	৪৯৩৫৬৮৫	৪৭৩৫৫৪৫	৪৮৫৯৫৮৮	৫৩২২৩৫১	৬১১২৯৯২	৭৭৯৭৪৬৩	৭৮৩৯১১৯	৭৭৯৭৪৬৩
মহিলা	-	৪২৯৭৮৯৬	৪৫৬৯৩৫৬	৪৬৯৮৭১৬	৪৯০৫১৭৫	৬২৫৭৪০০	৭১৩৪৩২৭	৭১৭১২৭১	৭১৩৪৩২৭
পুরুষ	-	৬৩৭৭৯০	১৬৬১৮৯	১৬০৮৭২	৪১৭১৭৬	৫৮২৫২২	৬৬৩১৩৬	৬৬৭৮৪৮	৬৬৩১৩৬
কারিতাস									
বিতরণ	১২৬৭.৯২	২৩৭.০৪	২৬৫.৯৩	২৮৬.৪	২৯৭.৩৫	৩১৭.১৬	৩৮০৪৫.	৪৪৮.৫২	৩৫০০৮৭.
আদায়	১১৫৬.৩৬	২০৯.০৫	২৫২.২৮	২৭৩.৭৬	২৯১.৬২	৩১০.০৭	৩৪৬৫৫.	৪১২.০৫	৩২৫১৭৪.
সুবিধাভোগী	-	৪৩৪৫	১৯২৫১	১০৯২৮	৩৭৮৯৭	২৯২১৭	৬৬১৯	২৫২৬	২৫৮৯৩৭
মহিলা	-	৪০৩৪	১১৪৩১	৫৬৪৮	২২৮১৮	১৮৪২১	৭৮৩২	২৪২৯	২২২৬৪৫
পুরুষ	-	৮৩৭৯	৭৮২০	৫২৮০	১৫০৭৯	১০৭৯৬	১২১৩	৯৭	৩৬২৯২
বুরো বাংলাদেশ									
বিতরণ	৩৯১১.০৮	১১৯১.০১	৭১১.৬৫	২২১১.০৯	২২৩৬.৪৩	২৩৯৪.৫১	৫৪৩৯৩৮.	৪০৮৯.২১	২২৯৮৪৩৬.
আদায়	৩৩৫৪.৯৬	১১০৯.০৫	৬৬১.৩৩	১৫৯৯.৫৭	২৩৪২.৩৯	১৯০৭.৮৯	৪৬০৪৮২.	৩৭৬৯.৯৫	১৯৩৪৯৯৬.
সুবিধাভোগী	-	১০৪৩৫৪১	১০৮২৭৮৯	১,৭৩২,১২০	১২৫৩৮৩৫	১২৬৯৪১১	১৪৪৯০৮৫	১৪৭৬১৮৯	১৪৭৬১৮৯
মহিলা	-						-		-
পুরুষ	-						-		-
এসএসএস									
বিতরণ	-	-	৪৬৩৯.৬৬	১২৪৯.০৬	১৩১৬.৩২	১৬৮৬.২৬	২৩৫২.৯৫	৩১৬৪.৯৭	১৪৪০৯.২২
আদায়			৪০৮২.১৩	১২৩৭.৫৮	১২২৯.৩৩	১৫০৭.১৭	১৯৬৪.৯৬	২৮১৩.৪৮	১২৮৩৩.৯৫
সুবিধাভোগী			৪৭৪০০০	৪৬১১১৯	৪৭৩১১৬	৫০৭২৯৫	৫৭৯১৮২	৬১৬৫৮৫	৬১৬৫৮৫
মহিলা			৪৫৯৮৮৬	৪৪৮৬৫৮	৪৬২৫৬৭	৪৯৮৫১৮	৫৬৮৬৯৪	৬০০৫২৯	৬০০৫২৯
পুরুষ			১৪৫৫৪	১২৪৬১	১০৫৪৯	৮৭৭৭	১০৪৮৮	১৬০৫৬	১৬০৫৬
শক্তি ফাউন্ডেশন									
বিতরণ		৫৩১.৫	৫০৬.৯	৫৪১.০	৬১৮.৬৫	৭৪৫.৭৯	১০০১.৪৫	১১৭৫.০৩	৬৯২৮.৪৭
আদায়		৬১৭.১	৫৮০.৮	৫১৯.০	৫৭০.৩৫	৬৬৯.৯৬	৮২৬.৪৯	১০১৭.০২	৬২৭৮.৫৯
সুবিধাভোগী		-	-	-	৪৯৬০৪০	-	-	৫২১৭৫১	৫২১৭৫১
মহিলা		-	-	-	৪৭৬৮০	-	-	৫০৭৬২৮	৫০৭৬২৮
পুরুষ		-	-	-	১৬৩৬০	-	-	১৪১২৩	১৪১২৩
	মোট								
বিতরণ	১০৮৭২৬.৬	২০৯৪৭.৯৩	২৩৭২৬.৯১	২৮৩৮৬.৯৫	৩২৯৬৪.১	৪৪৬৬০.৭৩	৪৭৭৯৪.৯৬	৬৮০২৬.৫৮	৩৭৫২২৪.৬৫
আদায়	৯৯৩১১.৭৭	১৮৭৩৬.০৮	২২৩৫৮.৯	২৫৪৩৬.৮৭	২৯৬৪৬.২৬	৩৬৫৪৫.১৩	৪০১০৪.১১	৬১৫৩৫.৭৬	৩৩৫৭৯০.৩২

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

গ্রামীণ ব্যাংক

১৯৮৩ সালে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়। গ্রামীণ ব্যাংক উদ্ভাবিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দারিদ্র্য বিমোচনের নতুন মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পায়, যা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়। ব্যাংকটি মূলত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ২,৫৬৮টি শাখার মাধ্যমে ৬৪ জেলার ৪৭৯ উপজেলার ৮১,৪০১টি গ্রামে ৮৯.৩৫ লক্ষ সদস্যের মধ্যে এই কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। সদস্যদের ৯৭ শতাংশই মহিলা। ব্যাংকটি ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ১,৬৯,৬৪৭.১২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ১,৫৪,৭৭৩.৪০ কোটি টাকা আদায় করেছে। সারণি ১৩.১২ এ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১২: গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

	২০১০-১১ (ক্রমপুঞ্জিত)	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)	ক্রমপুঞ্জিত, ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত
বিতরণ	৬৪৯১১.৭৪	১১৫৭৭.১৬	১২০৮১.৬	১২৯৪১.৪৫	১৩৮৯০.২৪	১৬৯৩৩.১৫	২০৭৮৯.১১	১৬৫২২.৬৪	১৬৯৬৪৭.১২
আদায়	৫৭৭৪২.৫৮	১০৭৬২.০	১১৬৭১.৮৪	১২৫৬২.৪৮	১৩৫৩৪.৩৬	১৫১২৩.১৩	১৮২৭০.১৩	১৫১০৬.৮০	১৫৪৭৭৩.৪০
আদায়ের	৮৮.৯৫	৯৬.৮৯	৯৭.২৩	৯৭.৫৩	৯৮.৩৩	৯৮.৮২	৯৯.২২	৯৯.৩৩	৯৯.২৩
শাখার	২৫৬৫	২	-	-	১	-	-	-	২৫৬৮
গ্রামের	৮১৩৭৯	৩	৫	৩	-	২	৫	৪	৮১৪০১
সুবিধাভোগী	৮৩৭৪৯১০	৮৩৭৯৪৫২	৮৪২৫১৪	৮৬২৪৯৪৮	৮৬৮১৩০২	৮৮৫৩৯৬১	৮৯১৫৪৯১	৮৯৫১৩৪৯	৮৯৫১৩৪৯
মহিলা	৮০৫৭০৩৯	৮০৫৪২৪৯	৮১০৩৯৫	৮৩০১৫৫৭	৮৩৪৫৬১০	৮৫৪৮০৬০	৮৬০৯৮৯৩	৮৬৫২৩১০	৮৬৫২৩১০
পুরুষ	৩১৭৮৭১	৩২৫২০৩	৩২১১৯৪	৩২৩৩৯১	৩৩৫৬৯২	৩০৫৯০১	৩০৫৫৯৮	২৯৯০৩৯	২৯৯০৩৯

উৎস :গ্রামীণ ব্যাংক

তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

বিশেষায়িত কিছু সংস্থা ও এনজিও ব্যতীত তফসিলি ব্যাংকগুলোও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারণি ১৩.১৩ এ রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ২টি বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১৩: তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

ব্যাংক	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
সোনালী ব্যাংক									
বিতরণ	৬৭৬.২৩	৭২৩.৯৫	৬৬৮.৯৯	১০৬৩.১৫	১০৪১	১১২৭	১১৮৭.৩০	৪৪০.১৪	১৬০৯৪.৪৪
আদায়	৮১২	৮৫১.২৪	৮৬৫.৭২	১১৬৬.৯১	১২৪৪	১১৭৮	১৩০৬.০৮	৫২৫.৭৫	১৭৯২৫.৮৩
আদায়ের হার (%)	১২০.০৮	১১৭.৫৮	১২৯.৪১	১০৯.৭৬	৪৫	৪৬	৪৬	২৩.৪১	৮৮.৮৬
সুবিধাভোগী	১৬৪৯০৬	১,৫৯,০৪৫	২৪৫৩৪৪	২৬২১৪৯	২২৯৭৭৩	২০৮৪৩২	১৫০১৩৯		৭৫৭২২৭০
অগ্রণী ব্যাংক									
বিতরণ	৩৩.৬১	৮৪৭.৪১	৭৯৮.১৬	৬০২	২১২০.৫০	১৭৮২.০২	৮৯৮	২০৪১.০৯	৯১২২.৭৯
আদায়	৬৬.৬	৮৭৮.৫৪	৮৩০.৩৫	৫২৮	৩০৫১.৮৫	৩০০৭.৮৬	৯৯৬	১১৫৭.২৯	১০৯১৬.৪৯
আদায়ের হার (%)	১৯৮.১৬	১০৩.৬৭	১০৪.০৩	৮৭.৭১	৭৪	৬৭	৮৮	৬৪	৮৬
সুবিধাভোগী	৫৯৫৪	১১৮৬৬৬	১১৭২৩৬	১৩২৩১৭	১২৮৮৫০	৯২৬৩৬	১৫০১৩৯	২২৮০৬	৭৬৮৬০৪
জনতা ব্যাংক									
বিতরণ	৭২২.৩৬	৭২৬.৫২	৭৩৬.৪৮	৭৩৭.৩	৭৫১.৫৭	৭৪৪.৮২	৪৯৫.৫৭	২৮২.৫০	৫১৬৮.৫০
আদায়	৫১২.২৩	৫৫৩.২৭	৫২৫.৫৪	৬৪১.৩৫	৬৯৮.৯১	৬৯১.২৩	৪৯০.২৩	২৬৫.৮২	৫২৮৪.৬০
আদায়ের হার (%)	৭০.৯১	৭৬.১৫	৭১.৩৬	৮৬.৯৯	৯৩.০০	৯৩	৯৯	৭৫.৭২	১০২.২৫
সুবিধাভোগী	৯৩০৩০	১০৮২৫৪	২৪৫২৮৮	৫৪৮১৩৪	১০৪৫৬৩	৫৫৩৪১৩	৫৫২৩৯২	১৩৬৫২	৫৫৩৬৬৭
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক									
বিতরণ	৫৩.৪২	৫৫.২২	৭৩.৭	১০০.৪৯	৯৬.৫৬	৫৭.৬১	৩১.১৫	৭১.০৭	১৮৯১.৭৩
আদায়	৫১.২৫	৫৩.৬৯	৫১.৩৮	১০৯.৩৭	১০৬.৭৭	৫২.০৪	২১.১৩	৪৭.৫৩	১৬২৬.৭৭
আদায়ের হার (%)	৯৫.৯৪	৯৭.২৩	৬৯.৭২	১০৮.৮৪	১১১	৫৩.১৭	৬৭.৮৩	৬৬.৮৮	৮৬
সুবিধাভোগী	৩১৮৪৯	২৮৫৩৫	২৮২৮৪	১৪৯১৯	১৬৫২৯	১৬০৪৪	৭২৫৪	১১৫০৫	১৯৮৪২১৩
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক									
বিতরণ	২৭.৬৮	২৯.২২	৩৯.০৪	৩৮.২৩	২৪.৮৮	১২.৭৩	২৫.৬৭	১৪.১৪	২১১.৫৯
আদায়	১৯.২৩	১৯.৯৫	৩৭.০৩	৪০.৭৮	২৯.০৭	১৯.০৯	১২.১৯	৫.০১	১৮২.৩৫

ব্যাংক	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
আদায়ের হার (%)	৬৯.৪৭	৬৮.২৮	৯৪.৮৫	১০৬.৬৭	১১৭	১৫০	৪৮	৩৫	৮৬.১৮
সুবিধাভোগী	১২২৫১	১১৩৩৩	১২৬০২	১০৪৮০	৩৮৩২	৫৫৫২	৬২৫৩	২৫৫৭	৬৪৮৬০
রুপালী ব্যাংক									
বিতরণ	২১.৭৮	১৫.৬৭	১৬.৬৩	১২.১৭	১১.৪৪	১৯.১৫	১০৫.৫০	৮৩.৯৩	৪১৪.১৫
আদায়	২৩.৭৯	১৭.৬৩	১৬.৬৮	১৭.৩৮	১৫.৭১	৩১.৩০	৫৯.৬৯	৬২.১৮	২৭৮.৪৭
আদায়ের হার (%)	১০৯.২৩	১১২.৫১	১০০.৩	১৪২.৮১	১৩৭.৩২	১৬৬.০০	৫৭	৬২	৬৭.২৩
সুবিধাভোগী	৭৫২০	৯১৩৪	১৩৫৫৪	১৫৮৪৯	১৫২৫৫	১৪৮৮৬	৩০৬৯৭	৩৩২৮৩	৩৩২৮৩
মোট									
বিতরণ	১৫৩৫.০৮	২৩৯৭.৯৯	২৩৩৩	২৫৫৩.৩৪	৪০৪৫.৯৫	৩৬৯৭.২২	২৭৪৩.১৯	২৯৩২.৫৭	৩২৯০৩.২০
আদায়	১৪৮৫.১	২৩৭৪.৩২	২৩২৬.৭	২৫০৩.৭৯	৫১৪৬.৩১	৪৯৯৬.৫১	২৮৮৫.৩২	২০৬৩.৫৮	৩৬২১৪.৫১
আদায়ের হার (%)	৯৬.৭৪	৯৯.০১	৯৯.৭৩	৯৮.০৬	৯৬.২২	৮৪.৪০	১০৫.১৮	৭০.৩৬	১১০.০৬

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। **নোট:** আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ী হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে।

অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

তফসিলি ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সারণি ১৩.১৪ এ কয়েকটি বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১৪ : অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণের বিবরণ

ব্যাংক	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			বিতরণ কোটি টাকা (ক্রমপুঞ্জিত ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত)	আদায়ের হার (%)
	মহিলা	পুরুষ	মোট		
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৫৫৪৬৩১	৪৯৪৭৭১	১০৪৯৪০২	২২০৩.৪৮	৯৬.১৫
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	২৯৪৭	৫৫২৮৮	৫৮২৩৫	২০৯৯৮.৫২	৯৪.৯৮
দি ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড	১০৮৬	১৯১৮০	২০২৬৬	২৯৫.৫৯	৯০.০৭
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৭৮৩	১২৯৩১	১৩৭১৪	২৮৩৪.৪৫	৬৮.৬৪
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৬৭৫১	২২৫০	৯০০১	৫৯.৭৫	৯৯.০০
ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৮৯৭০২৬	১৯৬৯০৮	১০৯৩৯৩৪	২০৭৪৯.৬৮	৯৯.২৯
মোট	১৪৬৩২২৪	৭৮১৩২৮	২২৪৪৫৫২	৪৭১৪১.৪৭	৯১.৩৫

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নানা ধরনের প্রকল্প/কর্মসূচির পাশাপশি সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এই মডেলকে টেকসই করতে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। সারণি ১৩.১৫ তে কয়েকটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৩.১৫: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	সংস্থা	২০১১-১২ (ক্রমপুঞ্জিত)	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮ (ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত)	ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত (ক্রমপুঞ্জিত)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	**বিআরডিবি**								
	বিতরণ	১১০৭১.৭৭	৮১৫.০৩	৮৮৪.৫৮	৯৮৫.৮৮	১০৬৫.৭৩	১১৭৩.৫২	৬৩৪.৩৯	১৪৮৪৯.৩৪
	আদায়	৯২৭২.৯২	৭৮৯.৬৪	৮১৬.৮০	৯১০.৪২	৯৯৭.৪৮	১১০৬.১২	৬২২.৯০	১৩৪৪০.৮৯
	হার (%)	৮৩.৭৫	৯৪	৯২	৯২	৭৩	৯৪	৬২	৯৭
	বিডিবিএফ								
	বিতরণ	৪৭৭৪.৬৯	৫৯৯.১৬	৭১৬.৮২	৯১৫.২৬	৯৫৬.৯৩	১১৫৬.২৮	৮৩০.৯৪	৯৩৫০.০৮
	আদায়	৩৬৭১.৭০	৬২৯.১৫	৭২৪.৬৯	৯৪৬.৪৫	৯৪৬.০৯	১১৭৮.৩৫	৮৯৭.৩৩	৮৯৯৩.৭৬
	হার (%)	৯৮	৯৯	৯৯	৯৮	৯৮	৯৮	৯৫	৯৯
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**জাতীয় মহিলা সংস্থা**								
	বিতরণ	৩৭.৫১	২.০০	৯.১৭	৩.০১	১.২৯	১.৫৫	১.৫৩	৫৬.০৮
	আদায়	৪০.৩৯	২.১০	৭.৪৫	১.৬৬	৪.৭২	৫.২৫	২.৪০	৬৩.৯৯
	হার (%)	১০৭.৬৭	১০৫.০০	৮১.২৪	৫৫.৩৯	৩৬৫.৯	৩৩৭.১৩	১৫৭.৬৮	১১৪.১০
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৪৩.৮২	৩.৪	৫.৫৬	৭.০০	৭.৯৮	৮.৬১	৩.১৫	৭৭.১০
	আদায়	১৯.৬৫	৯.০০	৩.২৫	৪.৫২	৮.০৩	৮.৭৯	১৪.০৩	৬১.৩০
	হার (%)	৪৪.৮৪	২৬৪.৭০	৫৮.৪৫	৬৪.৫৭	১০০.৬২	১০২.০৯	-	৮২.৩০
শিল্প মন্ত্রণালয়	**সিরোটসি**								
	বিতরণ	২১.৫৩	১১.৯৪	১০.৪০	৯.৩৫	৮.৬৫	৭.৮২	৩.৪৬	১৩.৪৬
	আদায়	২০.৬৩	১১.১৭	১০.৪৬	৯.৩৩	৮.৬৩	৭.৮১	৩.৫০	১২.৪৪
	হার (%)	৯৫	৯৩	১০০	৯৯	৯৯	৯৯	১০১	৯২
ভূমি মন্ত্রণালয়	বিতরণ	১১৫.৭৪	৭.৩২	৩.০২	৭.৫০	৬.৭০	৬.৭৯	২.৫৫	১৩৩.৭৯
	আদায়	৮৯.১১	৩.৭৭	১.৬৩	৫.৬৭	৬.০৯	৬.৩৯	২.২১	১০০.৫৩
	হার (%)	৭৬.৯৯	৫১.৫০	৫৩.৯৭	৭৫.৫৮	৯০.৯০	৯৪.১১	৮৬.৬৭	৭৫.১৪
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	**বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড**								
	বিতরণ	২.১০	১.৮৪	২.৬৫	৪০.৩৪	৪.০৪	৪.১০	২.০৩	২৪.৫০
	আদায়	১.৯৭	২.৬৫	২.৩৯	৩.১৬	৩.৪২	৪.২৩	২.১৩	২৬.৭৩
	হার (%)	৫৮.১৮	৬০.৬৫	৬২.৭৬	৬৫.৬৫	৬৭.৮৯	৭০.২৫	৭০.০০	৯১.৬৫
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	**যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর**								
	বিতরণ	-	-	-	৯৭.৩৪	১০২.৬৪	১২১.৯৭	৭৭.৭৯	১৬৫৮.০৭
	আদায়	-	-	-	৮৯.৭৩	৯৯.২৯	১০৯.৯৩	৬৬.৩৭	১৪৩৭.২৩
	হার	-	-	-	৮২.১৮	৯৬.৭৪	৯০.১২	৮৫.৩২	৮৬.৬৮

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। **নোট:** আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ী হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে।